শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্

3U1.66A11Ben
IQS-S
1954
31011

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

(ترجمہ)

شکوہ و جواب شکوہ

از ڈاکٹر محمد شہید اللہ

ڈھاکہ ۱۹۵۴

Presented to the Iqbal Academy, Karachi

M. Shahidullah

12.4.54

17 AUG 1971

LIBRARY

IQBAL ACADEMY, KARACHI.

Book No. [redacted]

31011

ডক্টর স্যার মুহম্মদ ইক্‌বালের

শিক্‌ওয়াহ্‌

ও

জওয়াব-ই-শিকওয়াহ্‌

(নালিশ ও নালিশের জবাব)

অনুবাদক

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এম্‌-এ, বি-এল্‌,
ডিপ্লো-ফোন্‌, ডি-লিট্‌ (প্যারিস্‌)

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯৫৪ ইং

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—

কাজী মুহম্মদ বশীর

প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী,

ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।

ناشر : قاضی محمد بشیر

پراونشل لائبریری

وکٹوریہ پارک ڈھاکہ

প্রিণ্টার—

মোঃ আনসার আলী,

প্রভিন্সিয়াল মেশিন প্রেস,

নারিন্দিয়া, ঢাকা।

ভূমিকা

ইক্‌বাল জীবনী

বাল্য জীবন

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী ইক্‌বাল পাঞ্জাবের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা পরম ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইক্‌বাল এই বংশ-গৌরব ভুলিতে পারেন নাই।

তাঁহার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা অনেকের নিকট হয়ত মুখরোচক হইবে। তিনি একদিন কিছু বিলম্ব করিয়া ক্লাসে উপস্থিত হন। শিক্ষক কৈফিয়ত চাহিলেন। ইক্‌বাল ত্বরিত উত্তর দিলেন, "স্যার, ইক্‌বাল (সৌভাগ্য) বিলম্বেই আসে।" মাস্টার মহাশয় তাঁহার এই উপস্থিত উত্তরে চমৎকৃত হইলেন।

তিনি কিন্তু অনেকের মত কবিতা রচনায় মত্ত হইয়া ক্লাসের পড়াশোনা বিসর্জন দেন নাই। তিনি ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষায় প্রথম থাকিতেন। প্রাইমারী ও মিডল্ (Middle) পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। এন্ট্রেন্স পরীক্ষাতেও তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন।

ঐ সময়ে তাঁহার স্কুল স্কচ্ মিশন কলেজে পরিণত হয়। তিনি সেই কলেজেই পড়িতে ইচ্ছা করেন। কলেজে ভর্তি হইবার কালে তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, পড়াশোনা শেষ করিয়া যেন ইক্‌বাল আমরণ ইসলামের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইক্‌বাল এই অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এফ, এ, পরীক্ষা পাস করিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য সিয়ালকোট ছাড়িয়া লাহোর আসিলেন।

লাহোরে ছাত্র জীবন

লাহোর পাঞ্জাবের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। তখনকার লাহোর এখনকার লাহোরের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ও হীন শহর ছিল; কিন্তু দিন দিন সমৃদ্ধির উচ্চ হইতে উচ্চতর সিড়িঁতে উঠিতে ছিল। ইক্‌বাল লাহোরের সরকারী কলেজে ভর্তি হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানে তিনি এক উপযুক্ত দরদী অধ্যাপক লাভ করিলেন। তিনি মিস্টার (পরে স্যার) টি, ডব্লিউ, আর্নল্ড। তাঁহার শিক্ষায় ও সাহচর্যে ইক্‌বাল অনেক কিছু শিখিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। 'আরবী ও ইংরেজীতে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া তিনি দুইটি স্বর্ণপদক লাভ করিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি কৃতিত্বের সহিত দর্শন-শাস্ত্রে এম, এ পাশ করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইলেন।

লাহোরে এই সময়ে এক সাহিত্য সভা গঠিত হয়। মুহম্মদ হুসয়ন আযাদ, আর্শদ গুর্গানী এবং হালী প্রভৃতি কবিগণ ইহার সদস্য হন। প্রথম জীবনে ইক্‌বাল দাগের শিষ্যত্ব করেন। কিন্তু এখন হইতে গালিব ও হালীর প্রভাবে তাঁহার কবিতা গতানুগতিক বাঁধা খাত ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই নূতনত্বের উৎস ছিল। লাহোরের আঞ্জুমান হিমায়েত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক সভায় ১৮৯৯ সালে ইক্‌বাল তাঁহার কবিতা "নালায়ে ইয়াতিম" (অনাথের আর্তনাদ) পাঠ করেন। এই ছিল তাঁহার সর্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ। শ্রোতারা কবিতার ভাবাবেগে চোখের জল আর সংবরণ করিতে পারেন না।

সভার শেষে তাহারা ইক্‌বালের হাতে হাত মিলাইবার জন্য একে অন্যের উপর দিয়া পড়িতে থাকে। পর বৎসর তিনি "ঈদের নূতন চাঁদের প্রতি অনাথের উক্তি" শীর্ষক একটি করুণ কবিতা আঞ্জুমানের বার্ষিক সভায় পাঠ করেন। এই সময়ে তিনি "আব্‌রে গুহ্‌রাবর" (মাণিকবর্ষী মেঘ) শীর্ষক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন

অধ্যাপক জীবন

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইক্‌বাল লাহোরের ওরিএণ্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে তিনি সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অর্থনীতি বিজ্ঞান (Economics) সম্বন্ধে উর্দূ ভাষায় সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন।

আর্নল্ড সাহেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে ১৯০৫ সালে ইয়ুরোপের উচ্চতম শিক্ষা লাভের জন্য ইক্‌বাল বিলাত যাত্রা করেন।

ইয়ুরোপ প্রবাস

ইকবাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। সেখানে তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর ম্যাকটাগার্ট (Dr. McTaggart)। তিনি সেখানে দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর তিনি জার্মানির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্যের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ (Thesis) উপস্থাপিত করিয়া ডক্টর উপাধি লাভ করেন। এই নিবন্ধের নাম Development of Metaphysics in Persia. ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হইলে তিনি বিদ্বৎসমাজে পরিচিত হন এবং বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রিত হন। তিনি ইস্‌লাম সম্বন্ধে লণ্ডনে ছয়টী বক্তৃতা দান করেন। ইহার প্রথম বক্তৃতা কাক্সটন হলে হইয়াছিল এবং সংবাদ পত্রে তাহার মর্ম প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ব্যারিষ্টারি পাস করেন। কিছু দিন তিনি লণ্ডনের School of Political Science-এর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন। আর্নল্ড সাহেব তখন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছয় মাসের জন্য অবসর লইলে, ইক্‌বাল তাঁহার স্থানে অধ্যাপনা করেন।

ইউরোপ প্রবাসকালে তাঁহার ভাবরাজ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এশিয়ার ভাবুকতার সহিত ইউরোপের কর্ম-প্রিয়তার যোগ সাধিত হয়। কিন্তু তিনি লোকোক্তির রাজহংসের ন্যায় ইউরোপের মন্দ নীর ছাড়িয়া ভাল ক্ষীরই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ ছাড়িয়া তাহার যাহা কিছু উত্তম, তাহাই গ্রহণ করেন। এখন হইতে তাঁহার কবিতায় স্থিতির নিন্দা ও গতির উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাই। ইউরোপের আত্মগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে তিনি বিশ্বাশ্লেষী আন্তর্জাতীয়তার মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। তিনি নিট্‌শের শায়তানিক Supermanএর (অতিমানুষের) স্থলে ইস্‌লামের ঐশ্বরিক 'মুমিনে'র (বিশ্বাসীর) জয় ঘোষণা করিতে থাকেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

তিন বৎসরের প্রবাসে বিদ্যা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া ইক্‌বাল ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের বুকে আবার ফিরিয়া আসিলেন। বোম্বাই হইতে লাহোরের পথে দিল্লীতে তিনি

নামিয়া খ্বাজা নিযামুদ্দীনের দরগায় তাঁহার কৃতজ্ঞ ভক্তি নিবেদন করিলেন। ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় ইক্‌বাল লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক বিরাট ভোজসভা হইল। এক দিন পরে তিনি সিয়ালকোটে স্বগৃহে আসিয়া নিজের প্রিয় পরিজনের সহিত পুনর্মিলিত হইলেন।

ডক্টর ইক্‌বাল লাহোরের সরকারী কলেজে তাঁহার পূর্ব পদে পুনরায় যোগ দিলেন। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য হইল যে, সাহেবিয়ানার ছোঁয়াচে রোগ ইক্‌বালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই: বরং তিনি পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী নিষ্ঠাবান্ মুসলমান হইয়াছেন।

১৯০৯ সালের এপ্রিলে আঞ্জুমনে হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক সভায় তিনি তাঁহার বিখ্যাত খণ্ড কাব্য 'শিক্‌ওয়াহ্' পাঠ করেন। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করে। যখন কবি এই কাব্যের শেষে পৌঁছিয়া অশ্রুছলছল চক্ষে ভাবগদ্গদ কণ্ঠে কবিতা পড়িতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের বেদনাব্যঞ্জক আহা উহু এবং ফোঁপানির শব্দ ছাড়া বিরাট সভায় যেন এক মহাশূন্যতা বিরাজ করিতেছিল। বাস্তবিক কবির এই শিক্‌ওয়াহ যেমন জনপ্রিয় হইয়াছে, তাঁহার আর কোনও কবিতা সর্বসাধারণের নিকট সেরূপ সমাদর লাভ করে নাই।

পৃথিবী তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানের শোচনীয় অবসাদগ্রস্ত অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া ইক্‌বাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৯১১ সালে অধ্যাপকের কার্য ত্যাগ করিলেন। তিনি সে সময় মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেছিলেন এবং অবসরমত ব্যারিষ্টারিও করিতে ছিলেন। কেহ তাঁহাকে চাকরি ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,

"আমার স্বজাতিকে দিবার জন্য আমার বিশেষ বাণী রহিয়াছে। সরকারী চাকরিতে থাকিলে, আমি তাহা দিতে সক্ষম হই না। এই জন্য চাকরি ছাড়িয়াছি। আশাকরি আমি এক্ষণে আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ হইব।"

ইক্‌বাল নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য ব্যারিষ্টারি করিতে লাগিলেন। অর্থলোভ তাঁহার ছিল না। মাসিক খরচের মত টাকা পাইলে তিনি আর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না।

দার্শনিক কবি ইক্‌বাল

১৯১৪ সালে আঞ্জুমনে হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক সভায় ইক্‌বাল তাঁহার রচিত পারসী কাব্য "আসরারে খুদী" (ব্যক্তিত্বের রহস্য) পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করেন। ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে সমগ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে ১৯১৮ সালে তাঁহার "রুমুযে বেখুদী" (ব্যক্তিত্বহীনতার গুপ্ত কথা) মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই দুই পুস্তকে ইক্‌বাল ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার দার্শনিক মত প্রকাশ করেন। এই মত তাঁহার পূর্বে বোধ হয় এশিয়ার কোনও ভাষায় কোনও ভাবুক কখনও প্রচার করেন নাই। পাঠকগণের সকলই যে তাঁহার মত ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহা বলা চলে না; তবু তাহারা কবির দার্শনিকত্বে বিস্ময়াভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। এই পুস্তকে ইক্‌বাল এক শ্রেণীর সূফীগণের নিষ্ক্রিয় ভাবময় জীবনের নিন্দা প্রসঙ্গে পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিযের গযলের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। ইহাতে কতক লেখক তাঁহার প্রতি কঠোর সমালোচনা-বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি এই অংশগুলি পরিবর্তন করাই সমীচীন মনে করেন।

১৯২০ সালে "আস্‌রারে খুদীর" অনুবাদ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক নিকলসন (A. R. Nicholson) স্বীয় ভূমিকাসহ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য দেশে ইক্‌বালের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

১৯২১ সালে তাঁহার "খিয্‌রে রাহ" (অমৃত উৎসের পথ প্রদর্শক) এবং পর বৎসর তাঁহার "তুলু'এ ইস্‌লাম" (ইস্‌লামের উদয়) প্রকাশিত হয়। তিনি এই খণ্ডকাব্য আঞ্জুমনে হিমায়ত-ই-ইস্‌লামের বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করেন। পরে (১৯২৪) এই দুই খণ্ডকাব্য তাঁহার পূর্বরচিত সমস্ত উর্দূ কবিতা ও খণ্ডকাব্য সহিত তাঁহার "বাঙ্গে দরা" (ঘণ্টাধ্বনি) নামক কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

ইক্‌বালের জগদ্বিখ্যাত কীর্তি ভারত সরকারের অবিদিত থাকে নাই। ১৯২১ সালে সরকার তাঁহাকে স্যার (Sir) উপাধি দান করেন। বাস্তবিক উপাধিকেই ইক্‌বাল সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহার এই সরকারী উপাধি গ্রহণে সন্তুষ্ট হন নাই।

ইক্‌বালের পারসী ভাষায় লিখিত "পয়ামে মশ্‌রিক" (প্রাচ্যের বাণী) ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। "তস্‌খীরে ফিৎরৎ" (সৃষ্টি অধিকার) নামক এক খণ্ডকাব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহা জার্মানীর দার্শনিক কবি গেটের Oest-westerliche Diwanএর উত্তর স্বরূপে রচিত। দেশ বিদেশে ইহার আলোচনা ও সমাদর হইয়াছিল।

জীবনের অন্যান্য কার্য

ইক্‌বালের জীবনের শেষ ভাগে পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটে। পৃথিবীর প্রথম মহাসমর, ভার্সাই সন্ধি, ভারতবর্ষে রাউলাট এক্ট, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, তুর্কিতে

সাধারণতন্ত্র স্থাপন ও খিলাফতের বিলোপ সাধন—এইগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় থাকিবে। ইক্‌বাল কোনও আন্দোলনে আন্দোলিত হন নাই। তিনি ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে হিমালয় গিরির ন্যায় অটল অচল থাকিয়া নিজের 'খুদীর" ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন। রাজনৈতিক চেতনা তাঁহার তীব্র ছিল। রাজনীতিতে তিনি এক প্রকার বিপ্লবীই ছিলেন। কিন্তু তিনি সমসাময়িক রাজনীতিতে কোনও প্রধান অংশ গ্রহণ করেন নাই। এবিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনীয়। রাজনৈতিক নেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা ইক্‌বালের কোন কালেই ছিল না। তবু তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলের সদস্য পদ প্রার্থী হন। তাহাতে অনায়াসে কৃতকার্য হইয়া তিনি স্বীয় প্রদেশের রাজনীতিতে যোগদান করেন। এই সদস্যরূপে কাউন্‌সিলের অধিবেশনে তিনি কয়েকটি মূল্যবান্ মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এই "দিল্লীকা লাড্ডু'র" মজা একবার চাখিয়া পুনরায় চাখিতে রাজি হইলেন না।

১৯২৮ সালে নিমন্ত্রিত হইয়া দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়ে তিনি মাদ্রাজ, মহিসুর, হায়দরাবাদ, সেরিঙ্গা-পটম এবং আলীগড়ে কতকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেইগুলি পরে Reconstruction of Religious Thought in Islam নামে Oxford University Press হইতে প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ সালে তিনি Simon Commissionএর সমক্ষে সাক্ষ্যদান করেন। ঐ বৎসর ২৯শে ডিসেম্বর তিনি অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বলেন—

"I would like to see the Punjab, North-west Frontier province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated Northwest Indian Muslim State, appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India."

১৯৩১ ও '৩২ সালে তিনি লণ্ডনে "গোল টেবিল কন্‌ফারেন্সে" যোগদান করেন। তিনি তাহাতে যথাশক্তি মুসলিম ভারতের দাবী দাওয়া পেশ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও মহামান্য আগা খান সকল সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা করেন। ইক্‌বালও সম্মানজনক আপস মীমাংসার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি শিখ ও হিন্দু সদস্যের একগুঁয়েমিতে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফিরিবার পথে তিনি ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, মিশর ও প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ করিয়া দেশে আসেন। স্পেন দেশে প্রায় ৮ শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণ জাঁকজমকের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই সেই দেশের প্রতি ইক্‌বালের একটি অন্তরের টান ছিল। তিনি স্পেনের কর্দোভা, সেভিল, তোলেদো এবং মাদ্রিদ পরিদর্শন করেন। তিনি কর্দোভার ঐতিহাসিক মস্‌জিদ এবং গ্রানাদার আল্‌হামরা এবং মদীনতুয্‌ যহ্‌রার ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কর্দোভার মস্‌জিদে নমায পড়েন। বোধ হয় গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেহই তাহাতে আল্লাহের নাম উচ্চারণ করে নাই। তিনি কর্দোভার মস্‌জিদে বসিয়া একটি উর্দু কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবাসকালে লিখিত কবিতাগুলি "বালে জিব্রীল"এ সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে ইক্‌বাল শারীরিক অসুস্থতার কারণে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। কিছু দিন পরে গুণগ্রাহী ভূপালের নবাব সাহেব তাঁহার জন্য মাসিক ৫০০৲ বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন। ইক্‌বাল আমরণ এই বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অন্তে ইহা তাঁহার পুত্রের শিক্ষার জন্য ভুপাল দরবার মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

১৯৩৫ সালে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। ইহাতে তিনি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি মনে করিতে থাকেন যে তাঁহারও মৃত্যু-দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তিনি তাহার বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে একখানি ওসীয়ত নামা লিখিয়া রেজিষ্ট্রারের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

১৯৩৮ সালের ২৫শে মার্চ তিনি রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ২১শে এপ্রিলের ভোরে মৃত্যুর ১০ মিনিট পূর্বে তিনি এই কবিতাটী আবৃত্তি করেন—

"সরুদে রফ্‌তাঃ বায আায়দ কি নায়দ,
নসীমে আয হিজায আায়দ কি নায়দ।
সর আমদ রোযগারে ঈ° ফকীরে,
দিগর দানাএ রায আায়দ কি নায়দ।"

অর্থাৎ—বিগত রাগিণী ফিরিয়া আসে কি না আসে,
আরব হইতে মলয় পবন আসে কি না আসে।
এই অধমের আয়ু শেষ হইয়াছে,
অন্য রহস্যবিদ্ আসে কি না আসে।

অন্তিম কালে ভোর ৫৷০ টার সময় তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল, "আল্লাহ্"। সেই সঙ্গে তাঁহার প্রাণপাখী ঊর্দ্ধলোকে মহাপ্রয়াণ করিল।

শিক্ওয়াহ্

(১)

কেন ক্ষতি সইব ব'সে, করব না কো লভ্যে যতন ?
ভবিষ্যৎ আর ভাবব না কো, অতীত শোকে রইব মগন ?
শুনব শুধু বুলবুলি-তান সর্বদেহে হ'য়ে শ্রবণ !
বন্ধু ওগো ! ফুল কি আমি ? চুপটি রব কিসের কারণ ?
মুখ থেকে মোর ফুটছে ভাষা বক্ষ ফেটে মরম দুখে ;
নালিশ আমার খোদার নামে, ছাই পড়ুক গে আমার মুখে !

(২)

তোমার সেবক ব'লে খ্যাতি লাভ করেছি আমরা ভবে ;
দুখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধ্য হ'লাম আজকে সবে।
চুপ যদিও বীণার মত কাঁদছে পরাণ করুণ রবে।
বিলাপ যদি বেরোয় ঠোঁটে, নাচার ব'লে ক্ষ'মো তবে।
নালিশ আজি করছে, খোদা ! তোমার ভক্ত বান্দা, শোন ;
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদের নিন্দা শোন।

বান্দা—দাস।

(৩)

আদি হ'তেই অস্তিত্ব তো ছিল তোমার বিদ্যমান,
গোলাপ ছিল বাগান-শোভা, ছড়ায় নি তো তার সুঘ্রাণ।
ন্যায্য কথা বল্‌তে গেলে, শোন অশেষ মেহেরবান,
থাকত না কো যদি পবন, করত কেউ কি সুবাস দান?
মনের শান্তি গেল ঘু'চে তোমার শুধু ভাবনা ভেবে।
নইলে তা কি পাগল ছিল তোমার সখার "উম্মত" সবে?

তোমার সখা—খোদার বন্ধু হযরত মুহম্মদ (দঃ)। উম্মত—ধর্ম সম্প্রদায়।

(৪)

পূর্বে মোদের বিশ্বে ছিল দৃশ্য অতি হাস্যকর;
কেউ পূজিত গরু বানর, কেউ পূজিত গাছ পাথর।
সাকার পূজায় নিত্য রত নিখিল বিশ্ব চরাচর,
কে পূজিত কে মানিত আকারবিহীন এক ঈশ্বর?
জান তুমি ধরাতলে নিত কেউ কি তোমার নাম?
মুসলমানের বাহুর বলই করলে তোমায় সফলকাম।

(৫)

ধরায় ছিল সলজূক জাতি, আরও ছিল তুরানী।
চীনে ছিল চীনা জাতি, ঈরান দেশে সাসানী।
ছিল আরও গ্রীস দেশেতে সভ্য জাতি ইউনানী।
ছিল ধরায় ইহুদ জাতি, আরও ছিল নাসরানী।
কিন্তু তোমার নামের তরে ধরলে কেটা তলোয়ার?
ভাঙা চোরা গড়তে নূতন করলে পরাণ উপহার?

সলজূক—তুর্কি জাতির এক শাখা। সাসানী—পারস্যের রাজবংশ। নাস্‌রানী—খ্রীষ্টান।

(৬)

ছিলাম মোরা অদ্বিতীয় যোদ্ধা-দলের গণনায়।
লড়তাম মোরা কভু ভূমে, আরও কভু দরিয়ায়।
"আযান" মোরা ধ্বনিয়াছি ইউরোপেরও গিরিজায়,
কখন বা আফ্রিকারি রৌদ্রতপ্ত সাহারায়।
তুচ্ছ ছিল মোদের চোখে বাদশাহি এ দুনিয়ার।
"কলমা" বাণী ভুলি নি কো পড়লে শিরে তলোয়ার।

আযান—নমাযের জন্য আহ্বান বাক্য। কলমা—কলিমাহ ; আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই, মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত—এই বাক্য।

(৭)

বাঁচতাম শুধু রণভূমে কষ্ট মোরা সইবার তরে।
মরতাম শুধু রাখতে তোমার পূত নামের মাহাত্ম্যরে।
ধরি নি কো তল্‌ওয়ার মোরা প্রভুত্বেরি লালস ক'রে।
ফিরতাম কি গো পরাণ হাতে শুধু ধনের লোভটী ধ'রে?
অর্থ লোভে মরত যদি এই দুনিয়ায় কোন জাতি,
বুত-বেচা না হ'য়ে কেন বুত-ভাঙা তার হ'ল খ্যাতি?

বুত—প্রতিমা।

(৮)

যুদ্ধ হ'তে মোদের হটান্ সাধ্য ছিল কার কখন?
সিংহ হ'লেও বিপক্ষেরা করত পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
অবাধ্য কেউ হ'লে তোমার, করতাম তারে আক্রমণ।
অসি তো ছার! কামান হ'তেও করতাম না কো পলায়ন।
আঁকিয়াছি প্রতি হৃদে "তৌহীদে"রি ছবিখানি।
শুনায়েছি খড়গতলে তোমারি এই পূত বাণী।

তৌহীদ—আল্লাহর একত্ব

(৯)

তুমিই বল, ভাঙ্‌ল কে সে খায়বরেরি দুর্গদ্বার ?
কায়সারের সে রাজধানীটী হস্তে হ'ল চুর্ণ কার ?
হাতের গড়া মাটির ঠাকুর করলে কে সে সব চূরমার ?
বিধর্মীদের সৈন্য রাশি করলে কে এক দম ছারখার ?
নিভিয়ে দিলে কোন্ সে জাতি অগ্নিকুণ্ড পারস্যের ?
জাগ্রত কে করলে আবার সত্য পূজা ঈশ্বরের ?

খায়বর—মদীনায় ইহুদীদের দুর্গ। কায়সার—গ্রীক সম্রাট্।

(১০)

কোন্ সে জাতি তোমার প্রীতি ভাবলে যারা সার সবার ?
তোমার তরে হাস্য মুখে করলে শত দুখ স্বীকার ?
বিশ্বজয়ী তরবারি হ'ল কাদের বিশ্বধার ?
"তকবীরে" কার নব জাগর আনলে প্রাণে এই ধরার ?
কার ডরেতে ঠাকুরগুলি অসাড় হ'য়ে রইত রে ?
হেঁট মুখেতে "হু আল্লাহু আহাদ" বাণী কইত রে।

বিশ্বধার—বিশ্ব ধারণকারী। তক্‌বীর—"আল্লাহু আক্‌বর", আল্লাহ শ্রেষ্ঠ।
হু আল্লাহু আহাদ—সেই আল্লাহ এক।

(১১)

যুদ্ধ মাঝে ওয়াক্ত হলে পড়ত সবে মিলে নমায,
কাতার বেঁধে "কিব্‌লা" মুখে ভূমিষ্ঠ শির আহলে হিজায
একই সারি পাশাপাশি খাড়া মাহ্‌মূদ এবং আয়ায,
রইত না কো কোনও তফাৎ, কে ভিখারী, কে মহারাজ
মনীব চাকর আমীর গরীব হ'ত সবাই এক আকার।
এলে তোমার দরবার মাঝে থাকত না কো ভেদ বিচার।

ওয়াক্ত—সময়। কিবলা—নমাযীর লক্ষ্য কা'বা। আহলে হিজায—হিজাযবাসী। আরবে যে প্রদেশে মক্কা, মদীনা প্রভৃতি তাহার নাম হিজায। মাহমূদ—সুলতান মাহমূদ গযনভী। আয়ায—তাঁহার ভৃত্য।

(১২)

ফিরিয়াছি দিবারাত্র বিশ্ব মাঝে অবিরত।
ফিরিয়াছি "তৌহীদে"রি মদ্য হাতে সাকী মত।
ফিরিয়াছি বার্তা বাহি মরু কান্তার ও পর্বতও।
ফিরিয়াছি কভু জান হ'য়ে বিফলমনোরথও ?
মরু তো ছার, ছাড়ি নি কো কোন দুস্তর পারাবার,
আটলান্টিকে দৌড়ে গেছি আমরা সবে ঘোড়-সওয়ার।

সাকী—সুরা পরিবেশনকারী।

(১৩)

কালের খাতার মিথ্যা বাতিল সাফ মুছায়ে দিলাম মোরা।
মানব জাতির দাসত্বেরি দাগ ঘুচায়ে দিলাম মোরা।
তোমার কাবায় কপাল রেখে লোক বসায়ে দিলাম মোরা।
তোমায় কোরান কণ্ঠে ধ'রে বুক লাগায়ে নিলাম মোরা।
তবু তুমি কর নিন্দা, আমরা তোমার নহি ভক্ত।
আমরা ভক্ত নই তো, তুমি নও তো মোদের অনুরক্ত।

(১৪)

আরও আছে জাতি কত, তাদের কত পাপে রত,
কেউ বিনয়ী, অহঙ্কারে মত্ত, কেউ বা সমুদ্ধত।
আছে কাহিল কিংবা গাফিল, আছে সুবোধ, বুদ্ধিহত,
তোমার নামে বেজার, হেন আছে ধরায় কত শত।
অনুগ্রহ বর্ষে তোমার দেখি তাদের প্রতি ঘর।
বজ্র পড়ে বেচারা এই মুসলমানের মাথার পর!

কাহিল—অলস। গাফিল—অমনোযোগী।

(১৫)

মন্দিরেতে মূর্তিরা কয় গেলই ভাল মুসলমান।
বড় খুশী মনে তাদের গেল কাবার দরোয়ান।
ছুনিয়া হ'তে গেল চ'লে গাইত যারা উটের গান।
চলে গেলে বগল তলে দাবিয়ে রেখে কোরানখান।
বিধর্মী টিটকারি দেয় প্রাণে তোমার সয় বা কিনা?
"তৌহীদ" তরে একটুকুও দরদ তোমার হয় বা কিনা?

(১৬)

নিন্দা তো নয়, ধনরত্নে পরিপূর্ণ তারি ভাণ্ডার.
সভার মাঝে বলতে পারে বাক্য ছু'টি শক্তি নাই যার।
বিধর্মী পায় হুর ও দৌলত সংসার মাঝে, সহোর এ বা'র,
আর বেচারা মুসলিম তরে শুধুই হুরের এক অঙ্গীকার!
নাই কো এখন অনুগ্রহ, নাই কো তোমার মেহেরবানি।
একি কথা! সাবেক মত নাই আর সে নেক নজরখানি।

হুর—স্বর্গের অপ্সরা।

(১৭)

মুসলিমের আজ ধরায় কেন ভাগ্যের এত বিড়ম্বন ?
জানি তোমার শক্তির তরে নাই কো সীমা, নাই গণন।
ইচ্ছা হ'লে মরুর বুকে বহাও তুমি প্রস্রবণ।
ধুধু প্রান্তর মাঝে পান্থে করতে পার জল-মগন।
অন্যেরা দেয় খোঁটা মোদের, মুসলিম আজি নিঃস্ব সবার।
তোমার নামে মরে যারা, ভাগ্যে তাদের দৈন্য কি সার ?

(১৮)

অন্যেরে চায় দুনিয়া এবে, মুসলমানে চায় না কো আর।
মোদের তরে হ'লে শুধু খেয়ালি এক দুনিয়াই সার।
দুনিয়া হ'তে বিদায় মোরা, অন্যে হেথা করুক সুসার।
বল না ফের "তৌহীদ" তব লুপ্ত হ'ল বিশ্ব মাঝার।
বাঁচতে চাই এই দুনিয়ায় যেন কায়েম তোমার নামটী রয়।
সম্ভব সে কি ! রয় না সাকী, শুধু সুরার জামটী রয়।

কায়েম—স্থায়ী। জাম—পাত্র।

(১৯)

গেছে তোমার জলসা করা, গেছে তোমায় চাইত যারা,
গেছে চ'লে রাতের রীতি, ভোরের বেলায় অশ্রুধারা।
দিল্ দিয়েছে, পেয়েও গেছে বখশিশ তব সবাই তারা।
আসন নেওয়ার সাথে সাথেই হ'য়ে গেছে আসন-হারা।
এসে প্রেমিক গেছে চ'লে কালকে পুনঃ আসবে ব'লে।
এখন তাদের বেড়াও খুঁজে উজল মুখের দীপটী জ্বেলে!

(২০)

লায়লী-প্রাণের ব্যথা তো সেই, মজনূ'র বক্ষঃস্থলও তো সেই;
নজদের মাঠ ও পর্বত পরে নাচে হরিণ দলও তো সেই;
প্রেমিকেরি দিল্ ও তো সেই, রূপের জাদুর বল তো সেই;
রসূলুল্লার "উম্মত"ও সেই, তুমি আছ বল তো সেই।
অনর্থক এই দুখ পাওয়ানোর বল তবে মানে কি?
ভক্তদেরে চোখ রাঙানোর বল তবে মানে কি?

লায়লী—মজনূ'র প্রেমাস্পদ নারী।

নজদ—আরবের একটী প্রদেশ।

রসূলুল্লাহ—আল্লাহের প্রেরিতপুরুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)।

(২১)

ছেড়েছি কি তোমায় মোরা ছেড়ে দিয়ে "পয়গাম্বারে" ?
ছেড়েছি কি বুত-ভাঙা রীত ? ধরেছি কি বুত-পূজারে ?
ছেড়েছি কি প্রেম আচরণ ? প্রেমের মধুর মত্ততারে ?
করন্‌বাশী উবায়স কিংবা সালমানের সে প্রেমপন্থারে ?
"তক্‌বীরে"রি আগুন মোরা বুকের নীচে চেপে রাখি।
হাবশ্‌দেশী বিলাল মত জীবন মোরা যেপে থাকি।

পয়গাম্বার—প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)।

উবায়স—হযরত মুহম্মদের সমকালীন ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান আরবের ইয়ামন প্রদেশের করন শহর।

সালমান—হযরত মুহম্মদের ভক্ত শিষ্য। পারস্যে জন্ম।

বিলাল—হযরত মুহম্মদের ভক্ত শিষ্য। জাতিতে হাবশী। ইসলামের প্রথম মুয়াযিন।

(২২)

মানি না হয়, নাই প্রেমিকের আগের মত সে আচরণ,
সন্তোষ আর কৃতজ্ঞতায় ছাপিয়ে মেনে পড়ে না মন।
মেনে নিলুম চঞ্চল মনে "কিব্‌লা" হয় না আর নিরূপণ।
বিশ্বস্ততা আইন না হয় আর করি না অনুসরণ।
কভূ মোদের কভু অন্যের সঙ্গে তোমার পরিচয়,
তুমি এখন বার জনের, এ কথা তো ক'বার নয়!

(২৩)

ধর্ম করলে পূর্ণ তুমি মক্কার ফারান গিরি-চূড়ায়।
কেড়ে নিলে হাজারটি দিল্ নিমেষ মাঝে এক ইশারায়।
ভ'রে দিলে প্রেমের হিয়া তুমি শত অগ্নি-শিখায়।
করলে জলসা উদ্দীপিত তোমার মুখের রূপের ছটায়।
আজি কেন হৃদে মোদের নাই আর সে শিখার লেশ ?
মোরা তো সেই সর্বহারা ; তোমার কি হায় ! স্মরণ শেষ ?

ফারান পর্বতের চূড়া হইতে হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁহার বাণী প্রচার করেন।

(২৪)

নজ্‌দ-মাঠে জিঞ্জির-ধ্বনি আর তো এবে শোনা না যায়।
মজনূঁ আর তো পাগল পারা উটের হাওদা পানে না চায়।
নাই সে আশা, নাই সে মোরা, সে হৃদয়ও আজি কোথায় ?
শূন্য কাঁদে গৃহখানি, জল্‌সার বাতি যে গো বিদায়।
খুশীর সে দিন ! আসবে যে দিন. আসবে তুমি বিলাস ভরে.
বোর্কা ছেড়ে হাস্য মুখে আবার মোদের জলসা ঘরে।

জিঞ্জির—শৃঙ্খল।

বোর্কা—মুসলমান সম্ভ্রান্ত নারীর বহিরাবরণ বস্ত্র।

(২৫)

কুঞ্জ মাঝে ঝর্‌না-তীরে করছে পরে মদিরা পান।
পাত্র হাতে অলস কানে শুনছে পাখীর কাকলী তান।
ফুল বাগিচার গোলমাল হ'তে দূরে ব'সে মুদে নয়ান
তোমার তরে পাগল হ'য়ে আছে না কি প্রতীক্ষমাণ?
দাও তোমারি পতঙ্গেরে মজা আত্ম-দাহনের।
দাও গো আবার বিদ্যুতেরে শক্তি হৃদি-জ্বালনের।

(২৬)

হিজায পানে যাচ্ছে ধেয়ে দিশাহারা ফের যাত্রিগণ।
পক্ষবিহীন বুলবুলিরে উড়্‌বার মজায় নিচ্ছে গগন।
চঞ্চল আজি মালঞ্চটী মুকুল-বাসে দেয় আবেদন।
দাও ছুঁয়ে ঐ বীণার তারে, মিজ্‌রাব-তৃষায় করছে রোদন।
তন্ত্রী-থেকে বাহির হ'তে মাথা কুটে মরে সুর,
জ্বলতে সেই অগ্নি-তেজে ব্যাকুল আজি কোহে তূর।

মিজরাব—বীণার তারে আঘাত করিবার আংটি।
কোহে তূর—তূর পর্বত (Mount Sinai)। এ স্থানে হযরত মূসা (Moses) ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শন করেন।

(২৭)

দয়ার পাত্র এ ''উম্মতে''র মুশকিল তুমি আসান কর।
বেচারা এই পিপীলিকায় সুলায়মানের সমান কর।
দুর্লভ প্রেমটী আবার মোদের সুলভ ক'রে প্রদান কর।
হিন্দের এ মঠবাসীদেরে ফের তুমি মুসলমান কর।
জমাট দুখে রক্তধারা নয়ন হ'তে পড়ছে ঝ'রে।
অস্ত্রক্ষত বক্ষে মোদের উঠছে ব্যথা চীৎকার ক'রে।

সুলায়মান—সম্রাট্ নবী হযরত সুলায়মান (Solomon)।
হিন্দ—ভারতবর্ষ।

(২৮)

ফুলের সুবাস করছে প্রকাশ গুপ্ত কথা ফুলবাগিচার।
কি সর্বনাশ ! জ'ন্মে বুকে ফুল হ'ল খোদ গোয়েন্দা তার।
ফুলের মৌসুম খতম হ'ল, ফুলবাগিচার ঘুচল বাহার,
নিঝুম হ'ল গোলাপ শাখা, গায় না কো গানবুলবুলি আর।
তখন শুধু আপন গানে মশগুল ছিল এক বুলবুলি,
তখনও তো বুকের মাঝে বাজতেছিল তার সুরগুলি।

(২৯)

সনুবরের শাখা হ'তে ঘুঘুগুলি নিল বিদায়।
ফুলের পাপড়ী ঝ'রে ঝ'রে বিছিয়ে গেল তরু-তলায়।
ফুল বাগিচার সাবেক রীতি ধ্বংস সবই হ'ল যে হায়
পত্র ছেড়ে নগ্নদেহে লজ্জায় শাখা মরিতে চায়।
গ্রাহ্য নাই তার কোনও ঋতু, বুলবুলি গায় একমনে ;
হায়! যদি তার নালিশগুলি বুঝত কেউ সে ফুলবনে।

সনুবর—উচ্চ বৃক্ষ বিশেষ (Pine tree)।

(৩০)

আরাম শুধুই মরণেতে, নাই কো মজা আর তো প্রাণে।
একটু মজা থাকতে পারে হৃদয়ের এই রক্ত পানে।
উজ্জ্বলতা ব্যগ্র আছে, চায় যদি কেউ আরশি পানে।
কত জ্যোতি বিস্ফুরিত হচ্ছে আমার মর্ম স্থানে।
কিন্তু হায়! এ গুলিস্তানে নাই কো কেহ দেখ্‌নেওয়ালা।
দাগ ধরে যে বুকের মাঝে, নাই হেথা সে পুষ্প লালা।

গুলিস্তান—ফুলবাগান।

লালা—এক প্রকার লাল ফুল, তাহার মধ্যস্থলে কাল দাগ থাকে।

(৩১)

ফাটুক দুখে এই একাকী বুলবুল-গানে সবার হিয়া।
উঠুক জেগে ঘণ্টা রবের এ আহ্বানে সবার হিয়া।
বাঁচুক আবার নব-বিশ্বাস বাক্য দানে সবার হিয়া।
হোক পিয়াসী এই পুরানো শরাব পানে সবার হিয়া।
পাত্র যদি 'আজমদেশী' মন্ত আমার হিজাযী।
গান যদিও হিন্দুস্তানী, তানটী আমার হিজাযী।

'আজম—'আরব ভিন্ন অন্য দেশ।
হিজাযী—'আরবের জিহায প্রদেশে উৎপন্ন।

জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্

(১)

দিল্‌ থেকে যে বেরোয় কথা, প্রভাব সে তার রাখেই রাখে।
নাই বা হ'ল ডানা জোড়া, শক্তি ওড়ার রাখেই রাখে।
পবিত্র যার জনম, লক্ষ্য উর্দ্ধে ওঠার রাখেই রাখে।
ধূলি হ'তে আকাশ পরে শক্তি চলার রাখেই রাখে।
প্রেম ছিল মোর একরোখা আর বিপজ্জনক বেগবান্‌ ;
নিডর ভাবে বিলাপ হ'ল আকাশ চিরে ধাবমান।

(২)

বল্লে শুনে আসমান বুড়ো, কেউ কোথা কি আছে ওরে ?
গ্রহেরা কয়, আছে বুঝি কেউ বা খোদার আর্‌শ 'পরে।
বল্লে শশী, না না তা নয়, মর্ত্ত্য হ'তে আস্‌ল নরে।
ছায়াপথটী কয়, হেথা কেউ আছে আত্ম-গোপন ক'রে।
কেউ যদি বা বুঝল কিছু মোর নালিশের সে এক রিযওয়ান,
বুঝল সে এ স্বর্গ হ'তে বিচ্যুত এক আদম-সন্তান।

আর্‌শ—খোদার সিংহাসন (রূপক অর্থে)।
রিযওয়ান—স্বর্গের দ্বাররক্ষক (অর্থ সন্তোষ)।

(৩)

কি এই আওয়াজ ! ভেবে চিন্তে হয়রান হ'ল ফিরিশ্তারা।
তত্ব খুঁজে আর্শবাসী একেবারে হ'ল সারা।
আর্শ পরে চলা ফেরা করে ধরার নিবাসীরা !
সম্ভব হ'ল ধূলির মুঠোর আকাশ 'পরে উড়তে পারা !
মাটির মানুষ হয় বেয়াদব কেমন ক'রে জানি নে !
নীচ হ'য়ে তার এ ধাষ্টামি সম্ভব হ'ল কেমনে !

ফিরিশ্তা—স্বর্গীয় দূত। তাঁহারা জ্যোতির্ময়।

(৪)

ধৃষ্ট এমন ছাড়ে না কো করতে খোদায় আক্রমণ !
করল সিজ্দা ফিরিশ্তা যায়, এই কি না সেই আদম জন !
বিশ্বের যত "কি" "কেন" সব তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণ ;
কিন্তু বিনয়-তত্ত্ব হ'তে অজ্ঞ সদা তাহার মন।
আহা মরি কি চমৎকার ! মানব জাতির বাক্চাতুরী।
আনাড়ীরা পাবে কোথায় এমন কথার কারিগুরি।

আদি মানব আদমকে খোদার আদেশে স্বর্গীয় দূতগণ (ফিরিশতা) সম্মানার্থে প্রাণপাত (সিজদা) করিয়াছিল। কুরআনে এইরূপ কথিত হইয়াছে।

(৫)

আচম্বিত হ'ল ধ্বনি,—বিষাদ-মাখা তোমার বাণী ;
পাত্র তোমার ছাপিয়ে দেছে অঝোর ধারে চোখের পানি।
আকাশ 'পরে পেরিয়ে গেছে তোমার বিলাপ ও মস্তানি।
পাগল হিয়া খুলে দেছে জিভের লজ্জা বাঁধনখানি।
কিবা সুন্দর কথার রীতি ! ধন্য তব নালিশেরে !
খোদার সাথে করতে আলাপ শক্তি দিল মানুষেরে !

মস্তানি—উন্মত্ততা।

(৬)

দয়া-উন্মুখ আমি সদাই ; কিন্তু কোথায় যাচ্‌ঞাকারী ?
পথ দেখাব কাহার তরে ? নাই যে পথে যাত্রাকারী।
সার্বজনীন শিক্ষা আমার ; নাই কো কেহ শিক্ষাকারী।
আদম যাতে গড়তে পারি, এমন মাটি নাই তৈয়ারী।
প্রদান করি যোগ্য হ'লে কারো আমি রাজ্য ধন।
দিই তো আমি সন্ধানীরে দেখিয়ে কভু দেশ নূতন।

(৭)

শক্তিশূন্য হস্ত তোমার, নাই কো হৃদে সে "ঈমান" জোর,
"উম্মত" হ'য়ে "পয়গাম্বারের"নিন্দাকারী, ধিক্ প্রাণে তোর
বিদায় সব বুত-ভঙ্গকারী, বুত-পূজারী আজ করে শোর।
ইব্রাহীমের বংশে আখের পুত্র হ'ল কি না আযর।
পানকারী সব নূতন নূতন, পাত্র নূতন, মদ্য নূতন।
কাবা নূতন, বুতও নূতন, তোমরা বেকার অদ্ভ নূতন।

একেশ্বরবাদী হয্‌রত ইব্রাহীমের (Abraham) পিতা পৌত্তলিক আযর (Terah) ছিলেন। এ যুগে সব বিপরীত হইয়াছে।

(৮)

ছিল সে দিন, পূর্ণ ছিল সৌন্দর্যে এই বসুন্ধরা।
ফুল-মৌসুমে মরুর লালাই ছিল ফুলের সোহাগ-ভরা।
মুসলিম ছিল খোদার তরে আত্মহারা পাগল-পারা।
বিশ্ব প্রভুর প্রেমে ছিলে তোমরা সবে মাতোয়ারা।
ক্ষুদ্র প্রভুর দাসখতেতে বিকিয়ে গেছ তোমরা এখন।
বিশ্বজনীন ইসলাম আজি স্থান গণ্ডিতে বদ্ধ এমন!

(৯)

তোমার তরে সকাল জাগার এমন লেঠা কভু ঘটে ?
আমি তোমার প্রিয় পাত্র ? না, ঘুম তোমার প্রিয় বটে।
স্বাধীন তুমি, রমযানে তাই প্রাণটা আই ঢাই ক'রে ওঠে ।
বল দিকিন এমন করে বন্ধু জনে কিংবা শঠে ?
ধর্মেতে হয় জাতির গঠন, ধর্ম নাই ত তুমি নাই।
নাইকো যদি মাধ্যাকর্ষণ, গ্রহ সূর্য ভূমি নাই।

(১০)

সংসার মাঝে অকর্মণ্য যার কুখ্যাতি, সে যে তুমি ;
উদাসীন তার বাস্তু হ'তে হায় ! যে জাতি, সে যে তুমি ;
বজ্র ঘন পোড়ায় যাহার ফসল ক্ষেতি, সে যে তুমি ;
বাপ দাদাদের গোরগুলি যার হয় বেসাতি, সে যে তুমি।
পায় কি কভু সুনাম ভবে কবর নিয়ে যার ব্যাপার ?
পাও যদি হায় ! মাটির পুতুল, বেচতে রাজি সব তোমার !

(১১)

কালের খাতার মিথ্যা বাতিল সাফ মুছায়ে দিল কারা ?
মানব জাতির দাসত্বেরি দাগ ঘুচায়ে দিল কারা ?
আমার কাবায় কপাল রেখে লোক বসায়ে দিল কারা ?
আমার কুরআন কণ্ঠে ধ'রে বুক লাগায়ে নিল কারা ?
তোরা কি সে ? না, সে ছিল তোদের যে রে বাপ দাদারা।
তোরা তাকা'স ভবিষ্যতে দু'হাত জুড়ে হায় ! বেচারা।

(১২)

বল্লে ভাল,—মুসলিম তরে শুধুই হূরের ওয়াদাখানি।
নিন্দা মিছে করলে নাকি বলবে লোকে গুণী জ্ঞানী ?
সৃষ্টিকর্তা ন্যায়-বিচারী এই চিরকাল দস্তুর জানি।
বিধর্ম পায় হূর ও দৌলত নিলে আইন মুসলমানি।
কি ক'ব হায় ! দুঃখের কথা কেউ তোমাদের চায় না হূর।
মূসা কোথায় ? নয় ত আজও তূর পাহাড়ে ঐ যে নূর।

নূর—জ্যোতি।

(১৩)

এই যে জাতি লভ্য যাদের জানি একই, লোক্‌সানও এক।
তাদের যে গো নবী একই ধর্ম একই, ঈমানও এক।
তাদের সবার কাবা একই, খোদা একই, কুরআনও এক।
ছিল এ কি বড় কথা, হ'ত যে মুসলমানও এক ?
ফেরকা বিভেদ দেখি কোথায়, জাতের গুমর কোথা হায় !
সংসারেতে বাড় বাড়ন্ত হবার না কি এ উপায় ?

ফের্‌কা—ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায় (seet)।

(১৪)

কে ছেড়েছে আইন কানুন বল দেখি রসূলুল্লার ?
কে করেছে সুবিধাবাদ মাত্র আপন কার্য বিচার ?
কার চোখেতে জন্মায় নেশা অন্য জাতির আচার ব্যভার ?
বাপ দাদাদের পদ্ধতিতে বল দিকিন কে যে বেজার ?
আত্মাতে নাই অনুভূতি, দিলেন মাঝে নাই জ্বলন।
মুহম্মদের বার্তা সবই করেছ হায়! বিস্মরণ।

(১৫)

মসজিদেতে কাতার বেঁধে খাড়া রয় কে ? সে যে গরীব।
রমযান মাসে রোযা রাখার কষ্ট সয় কে ? সে যে গরীব।
রাত্রে দিনে নিত্য আমার নামটী লয় কে ? সে যে গরীব।
আবরু ইজ্জত রাখতে তোমার দুঃখ বয় কে ? সে যে গরীব।
ভুলে গেছে ধনের নেশায় আমীর মোরে সারা দেশটায়।
বেঁচে আছে ইসলাম আজি গরীব লোকের শুধু চেষ্টায়।

(১৬)

নাই কো জাতির উপদেষ্টার গভীর চিন্তা আজি কালি,
নাই স্বভাবে তেজ তড়িতের, দেয় না বাণী আগুন জ্বালি।
আছে বাকি "আযান"-রীতি, গেছে চ'লে সে বিলালই।
আছে প'ড়ে দর্শন শাস্ত্র, কিন্তু নাই আর সে গাযালী।
মসজিদ আজি করে বিলাপ নমাযী কেই আর নাই রে,
পরিপূর্ণ গুণে যথা হিজাযী কেউ আর নাই রে।

বিলাল—হযরত মুহম্মদের (দঃ) হাবশী শিষ্য। ইস্‌লামের প্রথম আযানদাতা।
গাযালী—প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক।
হিজাযী—আরবের হিজায প্রদেশবাসী। মক্কা ও মদীনা হিজায প্রদেশে।

(১৭)

উঠ্‌ছে আওয়াজ তুনিয়ার মাঝে ধ্বংস হ'ল মুসলমান ;
বল্‌ব আমি, সত্যি কোথা মুসলিম ছিল বিদ্যমান!
হিন্দু তুমি চাল চলনে, বেশ ভূষাতে খ্রীষ্টিয়ান।
মুসলমান এই! যারে দেখে ইহুদ করে লজ্জা জ্ঞান।
সৈয়দ বা মির্যা কিংবা হ'তে পার আফগানও ;
সব তুমি হ'তে পার ; ঠিক তুমি মুসলমানও ?

(১৮)

নির্ভীক সত্য মুসলমানের ছিল কথার প্রাণ-সঞ্চারী।
ন্যায় বিচারে প্রবল ছিল, জানত না সে খাতিরদারি।
মুসলমানের স্বভাব-বৃক্ষে লজ্জা-মেওয়া ফলত ভারি।
শৌর্যবীর্য মুসলমানের ছিল এতই বলতে নারি।
ঢলঢলে লাল শরাব ছিল তাদের আত্ম-বিগলন ;
মিনা করা সুরাপাত্র তাদের আত্ম-বিসর্জন।

(১৯)

করতে মিথ্যা খণ্ড খণ্ড মুসলিম ছিল যেন অস্তর ;
তার জীবনের আয়নায় ছিল কর্মগুলি যেন জওহর।
ভরসা তার শুধুই ছিল নিজের দু'টী বাহুর উপর।
মরণ-ভয়ে তুমি ভীরু, খোদা বৈতার ছিল না ডর।
পিতার বিদ্যা পুত্রে নাই কো, মুখস্থ তার হ'লসার।
কেমন ক'রে পিতৃ ধনে হ'বে পুত্রের অধিকার !

অস্তর—অস্ত্র।

জওহর—আয়নার উজ্জ্বলতা।

(২০)

দেহের আয়েশ নেশার মত চাচ্ছে আজি প্রতি জন,
সত্যই তুমি মুসলমান কি ? মুসলমানির এই ধরণ ?
'আলীর মত নাই দারিদ্র, 'উসমানের ন্যায় নাই কো ধন।
পূর্বপুরুষ সঙ্গে তোমাব নাই সম্পর্ক, নাই মিলন।
মুসলিম হ'য়ে পেলেন তাঁরা বিশ্বব্যাপী কি সম্মান !
কোরান ছেড়ে পেলি রে তুই সবার কাছে অসম্মান।

আলী—হয্‌রত মুহম্মদের (দঃ) জামাতা। চতুর্থ খলীফা।
উস্‌মান—হয্‌রত মুহম্মদের (দঃ) অন্যতম জামাতা। তৃতীয় খলীফা।

(২১)

তোরা মরিস হিংসা ক'রে, ছিলেন তাঁরা মেহেরবান।
তোরা দোষী, দোষ-অন্বেষী ; ছিলেন তাঁরা উদার প্রাণ।
করিস মনে সবার পরে উর্ধ্বে হবে তোদের স্থান।
চাই প্রথমে দিল্টী তোদের করতে নীরোগ স্বাস্থ্যবান্।
ছিল তাঁদের শাহের তখ্ত, ছিল চীনের সিংহাসন।
বাক্য মাত্র সার তোদের তো, উৎসাহ কি হয় তেমন ?

(২২)

আত্মহত্যা স্বভাব তোদের, তাঁরা মানী আত্মপর।
ভ্রাতৃদ্রোহী তোরা, তাঁরা ভ্রাতৃহিতে অকাতর।
আগাগোড়া বাক্য তোদের, কর্মে তাঁরা যত্নপর।
কুঁড়িতে খোশ তোরা, তাঁরা চাইত ফুলবাগ একেশ্বর।
বিশ্ববাসী করে আজও স্মরণ তাঁদের উপাখ্যান।
ভবের পৃষ্ঠে দেখ্ তাঁহাদের সত্যতার চিন হয় নি ম্লান।

আত্মপর—নিজের সম্বন্ধে যত্নপর। খোশ—সন্তুষ্ট, খুশী।

(২৩)

তারার মত জাতির আকাশ 'পরে হ'লি তুই রে উদয়।
হিন্দুবুতের প্রেমে পড়ি হ'লি রে তুই বামুন ম'শয়।
উড়্বার আশে বাসা ছেড়ে ঘুরে মরিস তুই বিশ্বময় ;
ছিলিই আগে কর্মবিহীন, করলি শেষে ধর্ম বিলয় !
সকল বাঁধন হ'তে শিক্ষা দেছে ওদের ক'রে আযাদ।
তাইতে ওরা কাবা ভেঙে মন্দির আজি করে আবাদ।

আযাদ – স্বাধীন

(২৪)

মজনূঁ এখন রয়-না ব'সে মরুভূমে নিরালয়।
খায় সে হাওয়া শহরেতে, প্রান্তরে আর না বেড়ায়।
পাগল সে তো, আটকে তারে ঘরে ধ'রে রাখাই দায়।
লায়লী এখন বোর্কা খুলুক, অবশ্য সে এইতো চায়।
নালিশ না হোক জোর জুলুমের, নিন্দা না হোক অন্যায়ীর।
প্রেম যদি হয় স্বাধীন, স্বাধীন নয় কেন রূপ সুন্দরীর ?

(২৫)

নব্য যুগ এই বিজলি মত পুড়িয়ে করে ক্ষেত বিরান।
নিরাপদ এই বিপদ হ'তে নয় মরু'নয় ফুলবাগান।
এই আগুনে প্রাচীন জাতি পুড়ছে সবে ইন্ধন সমান।
পোড়ায় নাকি শিখা এরই শেষ নবীজীর 'দীন' পিরান।
ইব্রাহীমের ঈমান যদি থাকে আজও বিদ্যমান,
করতে পারে অগ্নিকুণ্ডে খুবসুরত এক গুলিস্তান।

শেষ নবীজী—হযরত মুহম্মদ (দঃ)। দীন্-পিরান—ধর্মরূপ জামা।
ইব্রাহীমকে বিধর্ম রাজা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহের কৃপায় তাহা বাগানে পরিণত হয়।

(২৬)

মালঞ্চের রং দে'খে মালী! হ'স নে কো তুই পেরেশান।
হ'ল ব'লে তারার মত কুঁড়িতে ডাল শোভমান।
কাঁটা খোঁচা হ'তে খালি হবে শীঘ্র এই বাগান।
ফুটছে দেখ গোলাপ যেন শহীদ খুনে রং মাখান্।
রং মেখেছে আকাশ আজি দেখ্তে সে যে লাল গোলাপই।
উঠন্ত কি রবির রাগে রাঙিয়ে দেছে খুনখারাপি?

(২৭)

সংসারের এই ফল-বাগানে "উম্মতের" কেউ ফল খেয়েছে।
কেউ হ'য়েছে বঞ্চিত বা, কারও হেথা হিম লেগেছে।
কেউ বা ক্ষেতে বাড় বেড়েছে, কতই না বা শুকিয়ে গেছে,
কতই না বা বাগান-গর্ভে ভ্রূণরূপে লুকিয়ে আছে।
ইসলামেরি ফল বাগানে নমুনা আজ ফল ধরার।
পরিণাম এই কত শত বছর ধ'রে কাজ করার।

(২৮)

জন্মভুমির কর্দমেতে পরিষ্কার তো বস্ত্রখান।
তুই সে ইউসুফ, প্রতি মিসর নজরে যার হয় কিনান ;
যাত্রী দল তো থামবে না কো চলবে চিরকাল সমান,
ঘণ্টার গুরু নিনাদ বিনা আর কিছু তোর নাই সামান।
আলোক-তরু তুই যে রে, তোর প্রতি অংশু শিখা হয়।
চিন্তার ছায়া হবে তোরি জানি এক দিন রৌদ্রময়।

কিনান দেশীয় ইয়ুসুফ (Joseph) মিসরে দাসরূপে বিক্রীত হন। মুসলমানের নিকট স্বদেশ বিদেশ কোনও প্রভেদ নাই। সামান—পুঁজি, সম্বল।

(২৯)

ঈরান যদি ধ্বংস হয় তো, তোর কোন রে নাই বিনাশ।
পাত্র থাকুক নাই বা থাকুক, মদের নেশায় হয় না হ্রাস।
দেখিয়ে দেছে জগজ্জনে তাতারীদের ইতিহাস—
বুতখানা হয় রক্ষী কাবার, তার যেন সে ক্রীতদাস।
এই যুগেরি সত্যের নায়ে তুমি আজ নেয়ে পারা,
নব্য যুগে যে আধার রাতি, তুমি তা'তে ক্ষীণতারা।

বুতখানা—মন্দির।

পৌত্তলিক তাতার জাতি ইস্‌লাম সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া পরে ইস্‌লাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের তীর্থস্থানের রক্ষাকারী হয়।

(৩০)

চতুর্দিকে আজ গণ্ডগোল, বুলগারিয়ার আক্রমণ।
ওরে গাফিল! জানিস না তো এ যে নূতন জাগরণ।
ভেবেছিস্ তুই এ বুঝি তোর হিয়ার 'পরে উৎপীড়ন।
এ যে রে তোর আত্মত্যাগের, আত্মাদরের পরীক্ষণ।
শত্রুর অশ্ব হ্রেষারবে কেন রে তুই ত্রস্তমতি ?
শত্রুর শত ফুৎকারেতে নিভবে না কো সত্য-জ্যোতি।

আত্মাদর—আত্মসম্মান।

(৩১)

অন্য জাতির চক্ষু হ'তে গুপ্ত আছে তত্ত্ব তোর।
বিশ্ব সভাক্ষেত্রে আছে অদ্যাপি যে কৃত্য তোর।
জ্যান্ত রাখে কালের দেহ নিত্য উষ্ণ রক্ত তোর।
সম্ভাবনার সুনক্ষত্রে আছে যে রাজত্ব তোর।
ফুরসত কৈ রে? সমস্ত কাম এখন তো আছে বাকি।
"তৌহীদে"র নূর করতে তামাম এখন তো আছে বাকি।

তামাম – সম্পূর্ণ।

(৩২)

ওরে কুঁড়ির বদ্ধ গন্ধ! ছড়া বিশ্ব চরাচর।
বিত্ত লয়ে স্কন্ধে হ' তুই উদ্যান-বায়ু বরাবর।
ওরে রিক্ত! অণু হ'তে তুই হ' রে মরু প্রান্তর।
কল্লোলের ক্ষীণ কুল.কুল হ'তে ঝঞ্ঝারব হ' ভয়ঙ্কর।
প্রেমের বলে উচ্চ ক'রে তোল যত সব নিম্নস্থল।
মুহম্মদের নামের আলোয় তোল ক'রে সব সমুজ্জল।

(৩৩)

না হ'ত এই গোলাপ যদি, বুলবুলি না গাইত গান।
ফুল কুঁড়িদের হাস্যে কাদের হাসত না এ গুলিস্তান।
না হ'ত এই সাকী যদি, থাক্‌ত না এ শরাব পান।
"তৌহীদে" র এ জলসা নইলে, হ'তিস না তুই বিদ্যমান।
বিশ্বসৌধ বর্ত্তমান এই নামের যে গো প্রসাদে।
ভবের নাড়ী স্পন্দমান এই নামের যে গো প্রসাদে।

গোলাপ, সাকী—হযরত মুহম্মদকে (দঃ) লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৩৪)

প্রান্তরে বা পর্ব্বত-প্রান্তে কিংবা মরু-ময়দানে,
সমুদ্রে বা ঊর্ম্মি কোলে কিংবা ঝঞ্ঝাতুফানে,
চীন শহরে বা মরক্কোর জনশূন্য এক স্থানে,
আরও আছে এ নাম গুপ্ত মুসলমানের ঈমানে।
দেখবে সকল জাতির চক্ষু অনন্ত কাল এ দৃশ্য,
"রাফা'না লাকা যিক্‌রাকা"র সমুন্নতি অবশ্য।

রফা'না লাকা যিক্‌রাকা—কুরআনের শ্লোক; অর্থ—আমি (আল্লাহ) তোমার (মুহম্মদের) স্মরণকে উন্নত করিয়াছি।

(৩৫)

মৃত্তিকার ঐ চোখের তারা অর্থাৎ কালী ধরণীটী,
তোমাদের ঐ শহীদগণের কবর-পালী ধরণীটী,
সূর্য্য তাপে পালিতা ঐ চাঁদ-কপালী ধরণীটী,
প্রেমিক জনে যারে বলে ঐ বিলালী ধরণীটী.
এই নামে তাপ রক্ষাকারী হয় সে সদা পারার ন্যায় ;
জ্যোতির মাঝে রয় নিমগ্ন নিত্য আঁখি তারার ন্যায়।

বিলালী—হযরত মুহম্মদের (দঃ) ভক্ত শিষ্য বিলালের ন্যায়।

(৩৬)

বুদ্ধি তোমার বর্ম্মখানি, প্রেম তোমারি শম্‌শীর হেন।
দরবেশ আমার ! নিখিল বিশ্বে তুমি তো জাহাঙ্গীর যেন।
আল্লাহ বৈ সব জ্বালিয়ে দিতে অগ্নি তব "তক্‌বীর" মেন।
হাঁ ! মুসলমান হও গো যদি, "তদ্‌বীর" তব "তক্‌দীর", জেন।
মুহম্মদের ভক্ত যদি, সত্য জেন আমিই তোমার।
তোমার তরে "লওহ কলম", বিশ্ব জগৎ কিবা সে ছার।

শমশরীর—তরবারি। দরবেশ—ফকীর। জাহাঙ্গীর—বিশ্বজয়ী। তদবীর—পুরুষকার। তকদীর—দৈব, অদৃষ্ট। লওহ—আল্লাহের অদৃষ্ট লিখনের ফলক (রূপক অর্থে)। কলম—যে কলম দ্বারা আল্লাহ অদৃষ্ট লিপি করিয়াছেন (রূপক অর্থে)।

তামাম শুদ্

LIBRARY IQBAL ACADEMY, KARACHI
Book No. 31011

00031011